اللجنة الشرعية

উচ্চতর والنصرة ইসলামী للدعوة আইন

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

fatwaa.or
g

স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার মোহর ও অন্যান্য সম্পদের বিধান
প্রশ্নঃ
আমরা জানি, স্বামী-স্ত্রী কেউ মারা গেলে কিংবা তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গেলে, মোহরের অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করে দিতে হয়। এটাও জানি, কোনও মেয়ে মারা গেলে, তার রেখে যাওয়া সম্পদ পিতা, স্বামী ও অন্যান্য ওয়ারিশদের মাঝে ফারায়েয অনুসারে বণ্টিত হবে। এখন আমাদের জানার বিষয় হচ্ছে, জনৈক ব্যক্তি তার বিয়েতে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা মোহর ধার্য করে নগদ অর্থ ও স্বর্ণালঙ্কার মিলিয়ে প্রায় ৩০ হাজার টাকা নগদ প্রদান করে। তবে আকদ সম্পন্ন হওয়ার প্রায় মাসখানেক পর, মেয়েকে উঠিয়ে আনার আগেই মেয়েটি মারা যায়। জানার বিষয় হচ্ছে, এমতাবস্থায় ধার্যকৃত মোহরের অবশিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা কি স্বামীকে পরিশোধ করতে হবে? যদি করতে হয়, তাহলে এই টাকা কে পাবে? অনুরূপভাবে বিয়ের সময় মোহর বা উপহার স্বরূপ যে স্বর্ণালঙ্কার মেয়েকে দেওয়া হয়েছিলো, তার প্রকৃত হকদার এখন

c„ôv | 1

ফাতওয়া নাম্বার:35 ৩

اللجنة الشرعية

উচ্চতর والنصرة ইসলামী للدعوة আইন

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

fatwaa.or
g

কে হবে? ফারায়েযের মধ্যে এই অলঙ্কারগুলোও অন্তর্ভূক্ত হবে কিনা? আশা করি, দলীল-প্রমাণের আলোকে সঠিক মাসআলাটি জানিয়ে বাধিত করবেন। আবদুল হান্নান, ঢাকা-

উত্তরঃ
بسم الله الرحمن الرحيم
স্ত্রীকে উঠিয়ে আনা না আনার সঙ্গে মোহরের কোনও সম্পর্ক নেই; বরং স্বামী-স্ত্রীর যে কেউ মৃত্যুবরণ করলেই ধার্যকৃত পূর্ণ মোহর স্ত্রীর প্রাপ্য হয়ে যায়। সুতরাং স্ত্রীর প্রাপ্য মোহরের কোনও অংশ যদি তার জীবদ্দশায় স্বামী পরিশোধ না করে থাকেন, তাহলে এখন (তার মৃত্যুর পর হলেও) স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা পরিশোধ করতে হবে। -হিদায়া: ১/৯৯ (দারু ইহয়াইত তুরাস, বৈরুত); রদ্দুল মুহতার: ৩/১২৩ (দারুল ফিকর, বৈরুত); বাদায়িউস সানায়ে: ৩/৪৯৩, ৩/৫০০, (দারুল হাদীস, কায়রো); আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়া: ৩৯/১৭৩, (ওযারাতুল আওকাফ, কুয়েত)
স্ত্রীর মৃত্যুর আগে বা পরে পাওয়া মোহর, বিয়ের মধ্যে পাওয়া স্বর্ণালঙ্কার ও বিভিন্ন উপঢৌকনসহ তার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পদ থেকে

c„ôv | 2

اللجنة الشرعية

উচ্চতর والنصرة ইসলামী للدعوة আইন

আল-লাজনাতুশ শারইয়্যাহ লিদ-দাওয়াতি ওয়ান-নুসরাহ

fatwaa.or
g

প্রথমে তার কাফন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর কোনও ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করতে হবে এবং কোনও জায়েয অসিয়ত থাকলে অবশিষ্ট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ থেকে তা আদায় করতে হবে। এরপর বাকি সম্পদ তার ওয়ারিশদে মাঝে শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। -রদ্দুল মুহতার: ৩/৫৮৫ দারুল ফিকর, বৈরুত; আল-বাহরুর রায়িক: ৮/৫৫৬ দারুল কিতাবিল ইসলামী, বৈরুত; আল-ফাতাওয়াল হিন্দিয়া: ৫/২৬১ দারুস সালাম, কায়রো; আল-ইখতিয়ার: ২/৬৩৮ দারুল হাদীস, কায়রো; আল-ফাতাওয়াত তাতারখানিয়া: ২০/২১৮ যাকারিয়্যা বুক ডিপো, দেওবন্দ; আল-মাওসুআতুল ফিকহিয়্যাহ: ১১/২১৬ ওযারাতুল আওকাফ, কুয়েত।
ওয়ারিশদের কে কতটুকু পাবেন, বিস্তারিত জানতে চাইলে তার মৃত্যুর সময় আত্মীয়দের কে কে জীবিত ছিলেন, তা বিস্তারিত লিখতে হবে।
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহদি (উফিয়া আনহু)
১৭-৭-৪৪
০৯-২-২৩

c„ôv | 3